কালের কণ্ঠ

তারিখ 20 JUN 2015

চট্টগ্রাম ও রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে না

নূপুর দেব, চট্টগ্রাম ▷

চট্টগ্রাম ও রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার এই দুই মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ প্রায় চূড়ান্ত হলেও হঠাৎই তা আটকে গেছে। শুধু তা-ই নয়, সাড়ে তিন বছর ধরে চট্টগ্রাম ও রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত ও রূপান্তরের চূড়ান্ত অগ্রগতিই পাল্টে যেতে বসেছে। এখন সিদ্ধান্ত হয়েছে—বিশ্ববিদ্যালয় হবে, তবে তা নতুন নামে আলাদা জায়গায়।

গত বছরের ১১ মার্চ চট্টগ্রামের লালদীঘি মাঠে এক জনসভায় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম ঘোষণা দেন, 'আজ (ওই দিন) থেকে বিশ্ববিদ্যালয় রূপান্তরের কাজ শুরু হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি এ কাজ শেষ হবে। প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে চট্টগ্রাম ও রাজশাহী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় উদ্বোধন করবেন।' এরপর ১৫ এপ্রিল সরকার প্রজ্ঞাপন জারি করে চট্টগ্রাম ও রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করে।

'চট্টগ্রাম ও রাজশাহী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১৫' শীর্ষক খসড়াটি চলতি বছরের ২৩ মার্চ মন্ত্রিসভার বৈঠকে নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়। মন্ত্রিসভায় অনুমোদন হওয়ার পর অবশিষ্ট কাজ শেষে জাতীয় সংসদের চলতি বাজেট অধিবেশনে ওই দুই মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস হবে—এমন প্রত্যাশা ছিল ওই দুই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর। কিন্তু মন্ত্রিপরিষদের পরিবর্তিত সিদ্ধান্তের কারণে শেষ পর্যন্ত আর মেডিক্যাল কলেজ দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের সুযোগ পাচ্ছে না। আশাভঙ্গ ঘটতে চলেছে ওই দুই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের।

জানা গেছে, মন্ত্রিসভার বৈঠকে নীতিগত অনুমোদনের পর খসড়াটি আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। সেখানে খসড়াটির মূল কাঠামো ও আটটি ধারা সংশোধন করা হয়। মূল কাঠামো চট্টগ্রাম ও রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজকে উন্নীত ও রূপান্তরক্রমে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়টিতে সংশোধনী আনা হয়। মন্ত্রিসভার বৈঠকে উপস্থাপিত খসড়ায় ওই দুই মেডিক্যাল কলেজকে উন্নীত ও রূপান্তরের মাধ্যমে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা সমীচীন ও প্রয়োজন বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু সংশোধনীতে মেডিক্যাল কলেজকে উন্নীত ও রূপান্তরকরণের বিষয়টি নেই। এর পরিবর্তে চট্টগ্রাম ও রাজশাহী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

খসড়া প্রণয়ন কমিটির আহ্বায়ক স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আতিবুর রহমান খান গতকাল শুক্রবার কালের কণ্ঠকে বলেন, 'চট্টগ্রাম ও রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করা হচ্ছে না। এ দুটি মেডিক্যাল কলেজ হিসেবেই থাকবে। নতুন মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হবে আলাদা জায়গায়। সম্প্রতি মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে নীতিগত সিদ্ধান্তের পর ভেটিংয়ের জন্য খসড়াটি আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। আইন মন্ত্রণালয় থেকে আবার মন্ত্রিপরিষদে যাওয়ার পর তা সংসদে উত্থাপন করা হবে।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় দুটির জন্য এখনো স্থান নির্ধারণ করা হয়নি। সংসদে আইন পাস হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি নিয়োগ হবে। সরকারের চিন্তা রয়েছে

সাড়ে তিন বছর পর নতুন স্থানে নতুন নামে স্থাপনের সিদ্ধান্ত

একাডেমিক ও হাসপাতালের জন্য আলাদা ভবন করার।'

একই বিষয়ে কমিটির সদস্য বিএমএ কেন্দ্রীয় কমিটির মহাসচিব ও বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বেসিক সায়েন্স বিভাগের ডিন অধ্যাপক ডা. এম ইকবাল আর্সলান বলেন, 'মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে আলাদাভাবে বিশ্ববিদ্যালয় করার। আসলে বিএসএমএমইউয়ের আদলে ওই দুই প্রতিষ্ঠানকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। কিন্তু ওই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করতে গিয়ে কিছু সমস্যা দেখা দেওয়ায় রাজশাহী ও চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের চিন্তা থেকে আমরা সরে আসি।' এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে কত বছর লাগতে পারে জানতে চাইলে ডা. ইকবাল বলেন, 'পাঁচ-সাত বছর বা তার কম সময়ও লাগতে পারে।'

কমিটির অপর সদস্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. এ বি এম আব্দুল হান্নানও পরিবর্তিত সিদ্ধান্তের সত্যতা নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, 'মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এখন আইন মন্ত্রণালয়ে এ বিষয়ে কাজ চলছে।'

বিএমএ চট্টগ্রাম শাখার সাধারণ সম্পাদক ডা. মোহাম্মদ শরীফ বলেন, 'স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম গত বছর চট্টগ্রামে লালদীঘির মাঠে ঘোষণা করেছিলেন চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের। এ ছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও চট্টগ্রাম ও রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে কী সিদ্ধান্ত হয়েছে, তা আমরা জানতে পারিনি। শেষ পর্যায়ে এসে আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় হলে তা বাস্তবায়নে আরো পাঁচ-সাত বছরের বেশি সময় লেগে যেতে পারে। চট্টগ্রামের চিকিৎসকসহ সর্বস্তরের মানুষের দাবি, অবকাঠামোগত সব সুযোগ-সুবিধা থাকায় কম সময়ে মেডিক্যাল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হোক।'

চট্টগ্রাম-রাজশাহী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আইনের খসড়ার ৪, ৬, ৮, ২২, ৪০(২), ৪৫, ৫৬ ও ৫৭ ধারায় সংশোধনী আনা হয়। এর মধ্যে ৫৭ ধারায় ছিল চট্টগ্রাম-রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজকে উন্নীত ও রূপান্তরক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়টি। এই ধারায় সংশোধনীতে উল্লেখ করা হয়েছে, 'চট্টগ্রাম-রাজশাহী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় নতুনভাবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইনের খসড়া প্রণয়ন করায় রূপান্তরসংক্রান্ত ধারাটি বাদ দেওয়া যায়। ৪ নম্বর ধারায় ছিল—ওই দুই কলেজকে উন্নীত ও রূপান্তর করে সরকার কর্তৃক ভিন্নতর সিদ্ধান্ত গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত কলেজের স্থান ও আঙ্গিনায় (ক্যাম্পাস) এই আইনের বিধান অনুসারে চট্টগ্রাম-রাজশাহী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবে। এতে আনীত সংশোধনীতে বলা হয়, এই আইনের বিধান অনুযায়ী চট্টগ্রাম-রাজশাহী মহানগরীতে সরকার নির্ধারিত স্থানে চট্টগ্রাম/রাজশাহী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবে।'

এ ছাড়া আরো ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনীর ফলে বহু প্রতীক্ষিত চট্টগ্রাম ও রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত ও রূপান্তরের বিষয়টি আটকে গেছে।

চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ, বিএমএ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতে, প্রায় ৮০ একর জায়গায় চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের নিজস্ব ক্যাম্পাস রয়েছে। মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে এখানে অবকাঠামোসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা আছে। এর পরও সাড়ে তিন বছর লেগেছে বিষয়টি খসড়া আকারে মন্ত্রিসভায় অনুমোদন পেতে। কিন্তু এই কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর না করলে আলাদা জায়গায় নতুন করে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে অনেক সময় লাগবে। স্থান নির্বাচন, ক্যাম্পাস নির্মাণের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এত অধিক লোকবল পাওয়াও কঠিন হতে পারে।